

অমিয় লিপি




ডিজিটাল প্রকাশক



তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ
শ্রীশ্রীচাক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

 Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীচাক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

বন্ধাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি বিস্তু বেগন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। বেগন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিস্তু আমার পাবিনে। এ বিস্তু বেগনাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর সবকিছু বঙ্গি বেগনাও মরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরঙা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সংসঙ্গীর চেষ্টা থাকণ উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সংসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সবলের নিবন্ট পৌছে দেয়ার জন্য বঙ্গ বরছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে বেগন প্রাপ্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। তুলনটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ তরনে প্রকাশ করছি। বেগন ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

‘অমিয় লিপ’ গ্রন্থটির অনলাইন তরন ‘সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর’ কর্তৃক প্রকাশিত ওয় সংস্করণের অবিকল স্ক্যান বঙ্গি। এজন্য আমরা সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম বঙ্গনিব পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সবলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইচ্ছময় জীবন বঙ্গনা বরি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীচাকুর (অনুবুলচন্দ্র সংসদ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা বর্ডার) অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIUHFwMndkdVd2dWw>

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIaUVGMC1SaWh0d0k>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFISTVjZ9fU1dCajA>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIZXlvUWZLTW9JZ1E>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIay0y60Q0ZHFjxTkK>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIZ1J5WnZxWm52YkU>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIbC0teFVrbUJHcG8>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIMjJuVrk4d0VbRNxc>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIYUfZ6mgtbXh1Vzg>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFISE02akVxNGRvQXNM>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIMFgxSkh5eldwSkE>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIZy16TkfNaXRiEJA>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvV11WHVmsXY4NTQ>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIczVXa2NTVvVxTHM>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFITlJXTE1EMF9xX3M>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIINTliR0ZVdi1mWEU>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIWHZuTlkzOU9YWms>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIx0t6bXl4NF83U2s>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvH7JNckZrQjdSYzA>

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIv2RXU2gyeW5SVWc>

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvDjkMnVhTWlaNFU>

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvFEwakV2anRX6mM>

অনুপ্রতি ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvnbJfUDBO6EgYaEU>

অনুপ্রতি ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvXpRZy05NjJEQTg>

অনুপ্রতি ৩য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvWl0MvZjlcWhPcDA>

অনুপ্রতি ৪র্থ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvROWHfBNmhLM0U>

অনুপ্রতি ৫য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvRDBPRWtUjd2Wg8>

অনুপ্রতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvUddoQzRQOVjBZU>

অনুপ্রতি ৭ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIamZac1VtSUdJIIdmM>

পুণ্য-পুঁথি

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvzNfWg56ZGm2Y0U>

সত্যানুসরণ

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvXhIZEdUy3k2N28>

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIXemZMdExuQWw>

ডাক্তার

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZr61FtT'U1TNUk>

দীপরক্ষী ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knu'UoZbrdqoc5A'Uh1prlojIAY>

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1qNV'M34s8-WagnIS6h60BAw3fbQk5LNEP>

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2iTiI_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Z6t19W7idfEAb-yyV'NBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1jK3MinthheGw3nk'wuQdu84FFZmISKyK>

কথা প্রসঙ্গে ১য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1V'GCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJ'E3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sV'EZjKT7Z5qaB'JR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1S6l6RdI1wOJPl2JZSV'MOL9B1ErT'wc8e>

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfV'T'X0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwV'kppiqmcNNM33L217OJtH'Ht6>

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=133LqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1>

ইসলাম প্রসঙ্গে

<https://drive.google.com/open?id=1hT'Dq4W'Rejji0eXfjH6Pzzx'DjeZiaW3PeU6>

অগ্নির বাণী

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBD0YrC6t_sAYbtQmSXgoEcPneUKd

অগ্নির লিপি

https://drive.google.com/open?id=1zBT6YhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

নারীর নীতি

<https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXC7xsSSH1YI-pSlC-U9h>

নারীর পথে

<https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CJY7Z2U0TS-9q-fcVQ7qf3>

পথের কড়ি

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

চলার সাথী

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYsJolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqqs

ঠাঁর চিঠি

<https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e>

আশীষ বাণী ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1IoolhFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktE6BS>

আশীষ বাণী ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQgUekfH5Vr>

জীবন দীপ্তি ১য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqInNSrNHl13QYiKOA_wEgu

জীবন দীপ্তি ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz>

জীবন দীপ্তি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrijW7ibm8_UpOsXeivg

সুরত-সাক্ষী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি

<https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YD'V'xImDEr-oQvk7G0YutGJTc0h>

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

<https://drive.google.com/open?id=1vszRj7SvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3->

অখণ্ড জীবন দর্শন

<https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcv2unJnjBn50FnH3wUgkn99h>

The Message Vol 1

<https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX>

The Message Vol 2

<https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU>

The Message Vol 3

<https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjicFOz>

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3LXXFfnHrwEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

<https://drive.google.com/open?id=1hMe7y2rOL37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr>

The Message Vol 6

<https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2>

The Message Vol 7

<https://drive.google.com/open?id=1z4aE6bBVbfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W>

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWwDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

<https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15Y8ZJGTdnLh7YgiCtY>

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYfHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

ଅମିୟ ଲିପି



ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଧର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର

প্রকাশক:

শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ :

জুলাই—১৯৪৯

তৃতীয় সংস্করণ :

সেপ্টেম্বর—২০০২

মুদ্রক :

বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং
৪৬/১ রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলকাতা ৭০০ ০০৯

'Amiya Lipi'

3rd Edition

By Sri Sri Thakur Anukulchandra

ভূমিকা

শ্রীশ্রীঠাকুরের “তঁার চিঠির” অনুপম ভাব ও ভাষা আজ বাংলার জনসমাজে সুপরিচিত সর্বজন-আদৃত। কোন দেশের জাতীয় সাহিত্যে একটা সর্বপ্রধান অংশই হচ্ছে কথোপকথন-সাহিত্য—জাতির মনীষীগণের গভীর অভিজ্ঞতা-খচিত কথোপকথন-সমূহ জাতির পরম সম্পদ। তারপরই হচ্ছে লিপি-সাহিত্যের প্রাধান্য। মানবজীবনকে তার গভীর অন্তস্তল পর্যন্ত আন্দোলিত করে কেমন করে গড়ে তুলতে হয়—কেমন করে নৈরাশ্য অন্ধকারময় ব্যক্তিজীবনের কৃষ্ণ নিকষে আশা-ভরসার বিজলী রেখা ফুটিয়ে তুলতে হয়—ভাঙ্গা জীবনকে—খণ্ড-বিখণ্ডিত বিচ্ছিন্ন জীবনকে কেমন করে গেঁথে তুলে সার্থক সমাবেশে আশায় ভরসায় কর্মে স্ফুরিত করে তুলতে হয়—তারই গূঢ় সঙ্কেত মনীষীগণের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে আমরা যেমন লাভ করি—মনীষীগণের চিঠির ভিতর দিয়ে তেমনি আমরা অমনতর গূঢ় সঙ্কেতগুলির পরিচয় পেয়ে ধন্য হই।

আবার মনীষীত্ব যখন ঋষিহে পরিণতি লাভ করে—মানব-ব্যক্তিত্ব সহস্রদল কমলের মত যখন এমনি সার্থক হয়ে বিকশিত হয়ে উঠে—তখন আমাদের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট সুখ-দুঃখ আশা-ভরসার সংস্পর্শে তাঁদের যে সহানুভূতিপূর্ণ অমৃত সঙ্কেত তাঁদের অমর লেখনীতে অমিয় লিপিরূপে মূর্ত হ'য়ে

উঠে—তাহা একদিকে যেমন মানব-জীবনের পরম পাথেয়রূপে ব্যক্তিগত জীবনে দেবতার আশীর্বাদরূপে আমরা অনুভব করি—আর একদিকে তা’ হ’য়ে ওঠে জাতীয় সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ—ব্যক্তিগত জীবনের গভীরতম আশা-নৈরাশ্য-সুখ-দুঃখময়—আকুল আকাঙ্ক্ষা-সমূহের পরম নিয়ন্ত্রণী সত্য-সঙ্কুল বিশিষ্ট দৈবী সমাধান। যে-জাতির সাহিত্যে ঋষির বাণী—ঋষির কথোপকথন, ঋষির অমিয় লিপি যত নিবদ্ধ, যত সংরক্ষিত সে-জাতি গভীরতম প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা-খচিত বিচিত্র জীবনের উদ্বোধনে জগতে সর্ব্ববরেণ্য হইয়া উঠিবেই!

আজ বাংলার সেই শুভদিন আসিয়াছে। পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুরের কন্মুকণ্ঠে মানব-নিয়ন্ত্রণী অপূর্ব মোহিনী ভাষায় যে কথোপকথন-সমূহ অমিয় বাণীরূপে দুঃখ-দৈন্যপীড়িত বাংলার জীবন মগ্নন-করা মহামৃতস্বরূপ মূর্ত হইয়া উঠিল—সহস্র সহস্র মানবের দুঃখদৈন্যজরামৃত্যু সমাধানী সত্যে ভরা তাঁর যে অমিয় লিপিসমূহ বাংলার গৃহে গৃহে নর-নারীর জীবন-সমস্যার মহাসমাধানে বিতরিত হইল—গদ্যে, পদ্যে, কবিতায়, ছড়ায়, ইংরাজীতে, বাংলায়, সংস্কৃতে যে নূতন সাহিত্য ঋষির দিব্যদর্শন লইয়া অগণিত পুস্তকে বাস্তবে মূর্ত হইয়া উঠিল তাহাই অদূর ভবিষ্যতে জাতির নিয়ামক হইয়া উঠিবে—জাতিকে জীবনের পথে, অমৃতের পথে পরিচালিত করিবে। ধন্য বাংলা, ধন্য বাঙ্গালী যাঁরা কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বানের সাথে সাথেই এমন এক বিরাট ঋষিসাহিত্যের

অধিকারী হইয়া জীবনের প্রতিটি পরতের গভীরতম সত্যের
সন্ধান লাভ করিয়া অসীম ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যাস্বিত হইয়া উঠিলেন।

আজ সেই আমাদের জাতির পরমমূর্ত্ত ঐশ্বর্য্য, মানবের
পরমাশ্রয় শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু চিঠির মধ্য হইতে কয়েকখানি
চিঠি বাছিয়া আমরা ‘অমিয় লিপি’ নামে তাহা বাংলার
জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। আশা করি,
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মানবমনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষাত্মক
জীবন-সংগঠনী অভিজ্ঞতা-খচিত এই চিঠিগুলি বর্তমান দুঃখ-
দৈন্য-দুর্দশা-ক্ষুব্ধ-পীড়িত বাংলার নরনারীগণের অনেকেরই
জীবনের অমৃত প্রলেপ স্বরূপ হইবে—তাদের আশার,
ভরসার, জীবনের সঙ্কেতময় তড়িৎ বোধনাকে চेतন করিয়া
তুলিবে!

বিনায়াবনত
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পত্রাবলীর সংকলন
‘অমিয় লিপি’র দ্বিতীয় সংস্করণ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে
প্রকাশিত হ’ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

প্রকাশক

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

‘অমিয় লিপি’র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ’ল। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত একটি বাণী এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হল। ‘তাঁর’ এই প্রেরণাসন্দীপী পত্রাবলীর সংকলন পূর্বের ন্যায় মানব হৃদয়ে অস্তিত্ববৃদ্ধির সমুজ্জ্বল দিশারীরূপে আদৃত হবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

বন্দে পুরুষোত্তমম্।

রথযাত্রা, ১৪০৯সন্।

প্রকাশক

সংসঙ্গ, দেওঘর।



ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ଚେଷ୍ଟା -
ସ୍ବର୍ଗ ଶାନ୍ତି-ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ -
କରାଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଡେର ଧର୍ମ
ନିୟମରେ ଧର୍ମ -
ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମରେ ନୁହେଁ ନା ନା -
ଓ -

ନାମଧାରୀ ଚେଷ୍ଟା
ଓ ନାମଧାରୀ ଧର୍ମ ଧାର -
ଓ ନିଜର ଆତ୍ମ ନିୟମ -

ଓ ନାମଧାରୀ "ଆତ୍ମ"

পঞ্চবর্হি*

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধাঃ ঋষয়ঃ শরণম্
তদ্বর্মানুবর্তিনঃ পিতরঃ শরণম্
সন্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্
পূর্বাপূরকো বর্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্
এতদেবার্য্যায়ণম্
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাস্ত্রতং শরণ্যম্।

একমেবাদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি
পূর্বপূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি
তদ্বর্মানুবর্তী পিতৃগণের শরণ লইতেছি
সন্তানুগুণ বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি
পূর্বাপূরক বর্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি
ইহাই আর্য্যায়ণ
ইহাই সদ্ধর্ম্ম
আর ইহাই শাস্ত্রত শরণ্য।

*

*

*

* হিন্দুমাত্রেরই এই পঞ্চবর্হি বা পঞ্চাগ্নি স্বীকার্য্য—তবেই সে হিন্দু, হিন্দুর হিন্দুত্বের সর্বজন-গ্রহণীয় মূল শরণমন্ত্র ইহাই।

সপ্তাৰ্চি*

নোপাস্যমন্যদ্ ব্ৰহ্মণো ব্ৰহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তথাগতাস্তুদ্বাৰ্ত্তিকা অভেদাঃ।
তথাগতাগ্ৰ্যো হি বৰ্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ
পূৰ্বেষামাপূৰয়িতা বিশিষ্টবিশেষবিগ্ৰহঃ।
তদনুকূলশাসনং হ্যনুসৰ্ত্তব্যম্নেতরং।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপৰলোকদেবাঃ শ্ৰদ্ধেয়াঃ নাপোহ্যাঃ।
সদাচাৰা বৰ্ণাশ্ৰমানুগজীবন বৰ্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ।
বিহিতসবৰ্ণানুলোমাচাৰাঃ পৰমোৎকৰ্ষহেতবঃ
স্বভাবপৰিধ্বংসিনস্ত্ৰু প্ৰতিলোমাচাৰাঃ।
ব্ৰহ্ম ভিন্ন আৰ কেহ উপাস্য নহে, ব্ৰহ্ম এক অদ্বিতীয়।
তথাগত তাঁৰ বাৰ্ত্তাবহগণ অভিন্ন।
তথাগতগণেৰ অগ্ৰণী বৰ্ত্তমান পুরুষোত্তম পূৰ্ব-
পূৰ্বগণেৰ পূৰণকাৰী বিশিষ্ট বিশেষ বিগ্ৰহ।
তদনুকূলশাসনই অনুসৰ্ত্তব্য—তদিতৰ কিছু নহে।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপৰলোকদেবগণ শ্ৰদ্ধেয়-অপোহ্য নহে।
বৰ্ণাশ্ৰমানুগ সদাচাৰ জীবনবৰ্দ্ধনীয় নিত্যপালনীয়।
বিহিত সবৰ্ণানুলোমাচাৰ পৰমোৎকৰ্ষহেতু, পৰন্তু
প্ৰতিলোমাচাৰ স্বভাবপৰিধ্বংসী।

*

*

*

“মা ত্ৰিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুম্ অবলোপয়”।
ম’ৰো না, মেরো না, যদি পাৰ মৃত্যুকে অবলুপ্ত কৰ।

* পঞ্চবৰ্হি যেমন প্ৰত্যেক হিন্দুৰ স্বীকাৰ্য্য ও গ্ৰহণীয়, এই সপ্তাৰ্চিও
তেমনি প্ৰতি মানবেৰ অনুসৰণীয় এবং পালনীয়।

সত্তা সচ্চিদানন্দময়,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তাহাই ধর্ম
ধর্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ
অনুরাগ আনে বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি
ধৃতি আনে সহানুভূতি
সহানুভূতি আনে সংহতি
সংহতি আনে শক্তি
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা;
আর ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্বাণ—
মহাচেতনসমুখান।

বীরেন!

তোমার চিঠি পেলাম। আমার কেবল আপশোষ হ'চ্ছে—দার বোধ হয় যথারীতি চিকিৎসা হয়নি। Malignant malaria আজকাল খুব কমই ত' fatal হয়—হাতের কাছে থাকলে আমি অন্ততঃ যুঝতে পারতাম—নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা, সামর্থ্যমতন—পরমপিতার দয়ায় টিকে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না—কিন্তু আজ সব নাগালের বাইরে!

তুমি, আমি—সবাই সমান অসহায়—সকলেই স্তব্ধ হ'য়ে যায় এই জায়গায় এসে—উপায় নেই—বুকের ব্যথা বুকে চেপে এগিয়ে চলতে হবে জীবনের পথে—মরণকে কাবেজে এনে যদি আমরা পারি অস্তিত্বকে নিরঙ্কুশ করতে!

যে গেছে, সে ত' গেছে—কিন্তু সে যাদের রেখে গেছে—তাদের অর্থাৎ তার স্ত্রী-পুত্র, সন্তান-সন্ততির যাতে কোন কষ্ট না হয়—তারা যা'তে সুস্থ, স্বস্থ থাকে—যথাযথভাবে পরিপালিত, পরিপোষিত ও পরিরক্ষিত হয়—সে-দিকে লক্ষ্য রেখো।

ওদিকের কাজকর্ম মিটলেই এখানে চ'লে এসো। শরীরের প্রতি নজর রেখো—সাবধানে থেকো। আমার 'রা' জেনো ও সকলকে দিও। ইতি—

তোমারই

দীন

“আমি”

মাণিক মেয়ে!

যা'র বর্ধন-উদ্গ্রীব বিজনদীপ্তি তা'র আকাঙ্ক্ষিতকে
নিতান্ত একান্ত করিয়া যাহা কিছু সব দিয়া সবের ভিতর
উদ্ধগ উজ্জ্বলে প্রতিষ্ঠা করে—আর তাহাই যা'র সহজ
প্রিয়-উপভোগ, সেই তো মেয়ে, সেই ত' নারী—আবার
সেই হ'ল জননী হবার উপযুক্ত পাত্রী!

লক্ষ্মী আমার! মানুষের চাওয়ার চলাই যে তা'র স্থান
নিজেই সৃষ্টি ক'রে নেয়—স্থানের চিন্তায় তা'কে বিব্রত
থাকতে হয় না।

আমার 'রা' জানবি—আর যাঁরা যাঁরা জানলে সুখী হন
জানাবি।

ইতি—

তোরই

আদুরে

“আমি”

৩

মা আমার!

পাওয়ার আশায় দিন গণা যে কি কষ্ট তা' যা'রা সে
অবস্থায় পড়ে নাই তা'দের ঠিক পাওয়া কি কঠিন নয়?

যদি শ্রাবণের ঝরা ও রোদে এ বিবাহ-মিলন সার্থক
হওয়া সম্ভব হয় তবে কেন বৃথা বিলম্ব করবি মা!

তোরা আমার 'রা' জানবি—দাকেও বলবি।

তোরই দীন

আদুরে

“আমি”

৩

সত্যদা!

অজানা অকৃতজ্ঞতা অব্যক্তের বেলাভূমিতে কালো
নিশান তুলে' দিল! কামনার মূঢ়তর কুটিল কুলভুলান
বিভ্রান্ত বাতাসের খরবেগে তা' তর্ তর্ ক'রে উড়ছে—

কাল ব্যাধদৃষ্টিতে ক্রমরুদ্ধনিশ্বাসে দণ্ডটা বাঁ হাতে ধ'রে
কেমন ক'রে যেন চেয়ে আছে—বিবেকের ইষ্টোদ্দীপ্ত
আকুলোচ্ছ্বাস বুকফাটা কাতর সামাল সামাল চীৎকারে কেন
যেন কেউই কর্ণপাতও করছে না! বৃত্তি তা'র আদর্শকে
উপেক্ষা ক'রে নিজের খেয়ালের ইন্ধনসংগ্রহের ব্যাকুল
ব্যস্ততায় ইতস্ততঃ—

আপনারই—দীন
“আমি”

রমেশ!

আবার বলি শোন—আমি তোমাদের কাছে যতই চাই না কেন, ঠিক জেনো—তোমাদের জীবন ও বৃদ্ধির লওয়াজিমা কাজের ভিতর দিয়ে সংগ্রহ ক'রবার উপযোগী অর্থ বা সম্পত্তিকে খোঁড়া ক'রে আমার চাওয়াকে পরিপূরণ কর—তা' কিন্তু কিছুতেই নয়—

আমার চাওয়াকে পরিপূরণ করার ইচ্ছা যদি তোমাকে অস্থিরই ক'রে তোলে, তুমি বরং লোকের কাছে যেও—তাকে কথা, বার্তা, আচার, ব্যবহার, সেবা ইত্যাদি দিয়ে তা'র হৃদয়কে সন্দীপ্ত, তৃপ্ত ও তোমার ইষ্টে আপ্রাণ অনুরক্ত ক'রে তুলো,—যার ফলে তার কর্মনিঃসৃত ফল দিয়ে তোমাকে নন্দিত করে—সে উদ্দীপ্ত ও সুখী হয়—আর তাই এনে আমার চাহিদাকে পরিপূরণ কর—এই হ'ল আমার চাহিদাকে শ্রেষ্ঠতরভাবে পরিপূরণ করা—এতে তুমিও বৃদ্ধি পাবে—আমিও পাব—আর সে ত' পাবেই—নতুবা কাজ কর, উপার্জন কর—আর সেই উপার্জনের কিছু তোমার জীবন ও বৃদ্ধির লওয়াজিমার জন্য রেখে যত ইচ্ছা দিয়ে আমার চাহিদাকে পরিপূরণ কর—এই হচ্ছে পূর্ব হ'তে একটু নীচভাবে আমার চাহিদাকে পরিপূরণ করা—

আর যা' কিছু জীবন-চলনার সব ভেসে আমার
চাহিদাকে পরিপূরণ করা হচ্ছে সব চেয়ে নীচু—কেননা সে
আমাকে বইতে পারে না—তাকেই আমার বইতে হয় বা
হবেই—

গাড়ীর দু'একটা যা' তা' তোমাকে দিতে হবে না— তা'
ত' অনেক দিনই ব'লেছি, বোধহয় তা' আমিই হয়ত'
পারব—তুমি খুব ভাল ক'রে দেখে শুনে কিনো—না ঠকায়
দেখো—ভাল— 'রা'

তোমারই দীন
“আমি”

.....

সেবা যেখানে মানুষের মনকে উৎফুল্ল ক'রে আশা ও
ভরসায় সুস্থ ক'রে এনে বাক্য, ব্যবহার ও চিন্তায় সন্দীপ্ত
ক'রে তুলে' দক্ষতায় নিয়োগ ক'রে কৃতকার্যতায় ইষ্টে বা
প্রেক্ষে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না—সে সেবাকে সেবা
না ব'লে বরং ছকুম তামিল বলাই ভাল— তাই নয় কি?

তোমারই
দীন
“আমি”

কানাইদা!

বাধাকে অতিক্রম ক'রে চলাই হ'চ্ছে শক্তির পরিচয়—
তাই জয় মানেই বাধাকে নিব্বাধ ক'রে—তাকে নিয়ন্ত্রণ
ক'রে যা' আমরা চাই তাকে পাওয়া। —দার কাছে শুনলাম
তের-চৌদ্দ শত টাকা না হ'লে ক'লকাতায় অস্তিত্ব রক্ষাই
মুশ্কিল—দাদা, তাই আমার নিবেদন, জীবন ও বর্ধন-
উদ্দীপনকারী ভিক্ষুক চিরদিনই রাজার মতন—আপনাদের
ভিক্ষাপাত্র কি আজ মুক ও রিক্ত হ'য়ে থেমে যাবে?
আপনারা বেশ একটু চেষ্টার সহিত যদি লেগে যান ঐ
তের-চৌদ্দশত টাকা অনায়াসে উঠে যেতে পারে এবং
সুব্যবস্থা ক'রে ক'লকাতার স্থায়িত্ব আরও অটুট ক'রে
তুলতে পারেন—আমার নিবেদন নতশিরে আপনাদের
সাফল্যচেষ্টার সম্পদ ভিক্ষা চেয়ে ক'লকাতা সংসঙ্গের
নিরন্তর উন্নতিশীল অটুট কামনা করছে—

ফিরবনা ত' কানাইদা? 'রা' জানবেন, তিনি
আপনাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবর্ধনশীল অটুট অস্তিত্বে
নিরন্তর ক'রে তুলুন।

আপনাদের
দীন
“আমি”

মাষ্টারমহাশয়!

যখনই উদ্যমের একটা আবহাওয়া এসে আমাদের কাছে—
 একটা উন্নতি-চলনে আবেগ-আদরে ডাকতে থাকে—
 তখনই বাধাও তা'র রক্তচক্ষু নিয়ে উদ্গ্রীব কঠোর হ'য়ে
 আমাদের পথ আগলে ধ'রতে চায়—বলে শক্তি থাকে তো
 আমায় অতিক্রম ক'রে তার পরিচয় দাও—নতুবা থাম।
 —দার কাছে শুনলাম তের-চৌদ্দ শত টাকা না হ'লে আর
 কিছুতেই টেকানর সম্ভাবনা নেই—আমি তাঁকে আপনার
 কাছে যেতে ব'লেছি—দু'চার টাকা ক'রে প্রত্যেকের কাছ
 থেকে একটু ধরাবাঁধা চেপ্টা ও পরিশ্রম ক'রে যদি সংগ্রহ
 করা যায় তবেই হয়ত চলতে পারে—নতুবা আরত' কিছু
 পস্থা দেখতে পাচ্ছি না। আর কাকে বলব? তাই লিখলাম—
 যদি সাফল্য লাভ করতে পারেন, তৃপ্তির আলিঙ্গনে স্বস্তি
 পাব—আমার অস্তিত্বের আকৃতিভরা আন্তরিক 'রা'
 সবাইকে জানাবেন।

আপনারই
 দীন সন্তান
 “আমি”

এই কাঙাল

আমাকে—

প্রথমেই যারা গ্রহণ ক'রেছিল তা'রা মাত্রই ছিল দুইজন—সে একজন আমার কৈশোরের ছিল খেলার সাথী—আমার অনন্ত মহারাজ, আর একজন কিশোরী মোহন দাস।

একজনই মাত্র আছে—আর একজন—সে চ'লে গেছে, এই দুনিয়ার মানুষের স্থূলদৃষ্টির অন্তরালে, বিরহ ও বেদনার টেউএ পারিপার্শ্বিক সব অন্তর হলদল ক'রে! সেদিন এই তো এল—ওই আসে—সেই ২৯শে মাঘ—যেদিন আমার পায়ের তলা থেকে লহমায় দুনিয়াটা যেন সরে' গিয়েছিল, আকাশটা হ'য়ে গিয়েছিল নীলাহারা ফাঁকা—

সে দিন কি কেউ ভাই তোরা তার স্মৃতির আগুন জ্বালিয়ে সেই তার স্মৃতিতর্পণ ক'রে তা'র ওই আমার আগুন-ছোঁয়া প্রাণ প্রত্যেক প্রাণে জাগিয়ে দিবি না?

কে আছে দরদী, আমার এ ক্ষীণ ডাকে প্রাণের সুরের টানে চ'লে এস শ্রদ্ধাস্মৃতিতর্পণে—যা দিতে সাধ তাই নিয়ে—

আপনাদেরই

কাঙ্গাল

“আমি”

কিশোরী!

প্রার্থনা আমার তোমাদের শ্রদ্ধাবনত অমৃতবাহী
মাতৃভক্তি পুণ্যসেচনে ভাবশরীরী তোমাদের জননীকে
ইষ্টস্বর্গে অটল করিয়া রাখুক—

দয়াল তোমাদের অন্তরে জয়যুক্ত হউন—

তোমাদের—

দীন

“আমি”

ব্রজগোপালদা!

অনেকদিন আপনাদের চিঠি না পেয়ে বড়ই উদ্বিগ্নতার
ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছি—শালা মন যেন তা’ ভাবতেই
জানে না—রোজ আশা করি চিঠি পাব—কিন্তু চিঠি ত’
পাইইনা—পাই অবসাদমাখা উদ্বিগ্নতা—আপনারা ভাল
আছেন এ খবর কবে পাব ব্রজগোপালদা?

রা জানবেন—প্রত্যেকের খবর পেলে সুখী হব।

আপনাদেরই

দীন

“আমি”

ফটিক!

তোমার চিঠি পেয়ে তুমি আমাকে ভালবাস জেনে যে আমার কি আনন্দ হ'য়েছে তা' বলতেই পারছি না—তুমি আবার কবে আসবে ফটিক?

তুমি কিন্তু অটেল ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে বেশ করে' লেখাপড়া শিখে প্রত্যেক মানুষের সেবা করে' তাদের প্রাণ আনন্দে মাতিয়ে তুলে' তাদের বেদনা দুঃখ কষ্ট সহানুভূতি দিয়ে মুছে নিয়ে—ভাল করে' ভালবাসার প্রাণ নিয়ে তা'—দিগকে ভালবেসে, তাদের উন্নতি যা'তে হয় এমনতর সাহায্য করে' প্রত্যেক মানুষের অন্তরে তোমার ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা ক'রে তাদের প্রাণতুল্য হ'য়ে খুব বড় হ'য়ে উঠবেই!

এমনতর ক'রে চলা চাই-ই—বুঝলে ফটিক? পরমপিতার দয়ায় যদি তুমি এমনতর হ'য়ে বেঁচে থেকে ক্রমাগত বড়ই হ'তে থাক, তা' দেখে আমার কত সুখ হবে বল তো?

তোমারই
দীন
“আমি”

১৩

গৌরী!

এমন মিষ্টি হ'য়ে মিষ্টি আনা চাই যা' আমি চিরকাল
পেট ভ'রে খাব—কিন্তু কোন প্রকার অসুখ করবে না—
তা'কি হবে? তা'কি পাব?

তোমাদিগকে দু'মাস দেখতে পাব না?—তা যেন
ভাবতেও কষ্ট হয়—

‘রা’ জেনো—
তোমাদেরই
দীন
“আমি”

মঙ্গলা!

তোমার অশুভ যা' কিছু ধুয়ে মুছে যাক—মঙ্গলচণ্ডী
হ'য়ে—কল্যাণ বর্ষণ করতে করতে আমারই সম্মুখে ঘুরে
বেড়াও—এই-ই আমি চাই! আমার এ চাওয়া কি তুমি
কখন পরিপূরণ করবে মঙ্গলচণ্ডী?

চাই-কল্যাণ—তা' সর্বতোভাবে সর্বতোমুখী—এক
লহমা আমার সম্মুখে থাকা-হারা হও তা' কখনও চাই না—
কল্যাণ প্রতি আনাচে কানাচে মুখর স্তুতিতে গেয়ে উঠুক—

‘আয়রে ছুটে আয়রে ত্বর

হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা

বাতাস বহে অমরকরা—

চিরজ্যোৎস্না মধুমাসে’

‘রা’ জেনো—

কবে আসবে?

তোমারই

দীন

“আমি”

লক্ষ্মী!

তুমি এবার যখন আসবে আমি যেন বেমালুম তোমাকে
দেখতে পাই—স্বর্গের লক্ষ্মী তুমি হ'য়ে এসেছো—তা
দেখবো না লক্ষ্মী?

তুমিই যেন আমার বলা সেই “নারীর নীতি”—তা’
হবে না লক্ষ্মী?

তোমারই

দীন

“আমি”

ভূদেবদা!

আপনার চিঠিখানা আমাকে কেমন যেন পলকহারা জিলিকের মত তৃপ্তিভরা আলিঙ্গন দিল—ভোগ করলেম তা’ পলকভর অটেলতায় মূকের মত—আবার কতদিনে আপনাকে আমার সামনে পাব—সময়টা যেন খুব লম্বা হ’য়ে গিয়েছে—

সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্যের ভেতর দিয়ে করা, বলার ঝরণা-নাচনে—যাজনমুখর ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় উন্নত, তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত প্রগতিপ্রাণ হউন—এই প্রার্থনা আমার তাঁর কাছে—

সংসঙ্গে আজকাল পরমপিতার কৃপা ও দয়ায় প্রায় সকলেই একরূপ ভালই আছেন, তবে—দা’র দাঁতের অসুখ এখনো আরাম হয় নাই—; —দা’র ছেলে পেটের অসুখে একটু বেশই কাতর, তবে আজ একটু ভালই ব’লে মনে হচ্ছে—

—খালাস পেয়েছে, প্রমাণ যতদূর আমাদের থাকা সম্ভব তা’ সত্ত্বেও benefit of doubt এ—

আমার আলিঙ্গন উদগ্রীব ‘রা’ জানবেন ও যারা জানতে চায় জানাবেন—

আপনারই
দীন
“আমি”

রাম!

তোমাদের কয়জনেরই চিঠি পেয়েছি—তোমরা যা’
করতে যেখানেই যাওনা কেন জীবন ও বুদ্ধির উদ্বোধনা
দিক্‌বিদিকে ছিটিয়ে দেওয়ার আদিম কর্তব্যকে কখনই ভুলে’
যেও না—

তোমাদের পরীক্ষা ভালই হ’য়েছে শুনে খুবই খুসী
হ’য়েছি। প্রার্থনা আমার তাঁর কাছে,—তোমরা সর্ব বিষয়ে
সর্বতোভাবে জীবন ও বুদ্ধির অভিযানে জয়যুক্ত হও—

তোমাদেরই

দীন

“আমি”

জিতেন!

তোমাদের চিঠি পেয়েছি। তোমরা ভালই পরীক্ষা দিয়েছ জেনে বড়ই সুখী হ'য়েছি,—

যেখানেই যাওনা কেন, যেখানেই থাকনা কেন—ভুলে যেওনা—তোমরা জীবন ও বুদ্ধির যাজক—আর এ যেন আদিম কাল থেকে—

প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদিগকে সর্বপ্রকার পরিস্থিতির সন্দীপ্তিময়ী জীবন ও বুদ্ধিদ অভিযানে জয়যুক্ত ক'রে তুলুন—

তোমাদেরই

দীন

“আমি”

লাটিম!

তোমার ক'খানা চিঠিই পেয়েছি—তোমার বাবা এসেছিলেন—আবার রংপুর চ'লে গিয়েছেন।

মনে রেখো লাটিম! তোমরা জীবন ও বৃদ্ধির যাজক—জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে চলে' পারিপার্শ্বিককে ইষ্টানুপ্রাণতার ভেতর দিয়ে আঁকড়ে ধরে' প্রত্যেককে সেই অমৃতে স্নাত ক'রে তোলা—এই তোমাদের ধর্ম।

আর প্রার্থনা আমার, তোমাদের তা' সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক—দেখো যা'তে সব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হ'তে পার—

তোমাদেরই

দীন

“আমি”

হরেন!

প্রার্থনা করি, তোমার সব প্রবৃত্তিগুলি—ভালমন্দ যাই
কিছু থাক্ না কেন—অনুরাগমাথা ইষ্টস্বার্থ ও
প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হ'য়ে করায় ও বলায় বাস্তবতায় মুক্তিলাভ
ক'রে—তোমাকে অমর জীবনে জ্যাস্ত ক'রে তুলুক—তুমি
আরও হ'তে আরোতর উন্নত চলায় অমরতার অসীম
অনুসরণে তোমার তাঁকেই লক্ষ্য করে' চলতে থাক—

তোমারই

দীন

“আমি”

লক্ষ্মী আমার!

তুমি কাহারও পয়সার চাকরাণী হও এ আমার মোটেই ইচ্ছা করে না—আর্য্য নারী চিরদিনই প্রাণের চাকরাণী, পয়সার নয়। কেন, তা’ কেন হ’তে যাবে? কারণ প্রকৃত আর্য্যনারীই যে স্বয়ং লক্ষ্মীরই নানা মূর্তির আবির্ভাব—সে লাখ জন্ম বিকট দুঃখ-নিষ্পেষিত হ’লেও তা’র বৈশিষ্ট্যকে পদদলিত করতে কিছুতেই রাজী নয়। তুমি বিনা বেতনে লাখ খেটে দাও—আমার মাথার মুকুট উজ্জ্বল হ’য়ে উঠবে—

আর তোমার মা-বাবা যদি বেতন নিয়ে চাকরী করতে বলেন, আমার আপত্তি নেই—দুঃখিত হ’ব না—আপমানিত হ’লেও ভাবব, আমার এই-ই প্রাপ্য—

‘রা’ জেনো ও সবাইকে দিও।

তোমারই

দীন

“আমি”

জীবন!

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার পিতার দেহত্যাগের কথা জেনে বুকটা আমার থমকে গেল। লক্ষ্মী মেয়ে, উপায় কি আছে? এমনই তো সবাই যায়। আহা, দেখ জীবন, পিতৃহারা তো অমন ক'রেই বেদনা-বিহ্বল হ'য়ে দিশেহারা অবসন্ন হ'য়ে গড়িয়ে পড়ে—কিন্তু জীবন, তিনি তো আছেন—সবহারাদের একমাত্র লক্ষ্য যিনি—সেই পরমপুরুষ, পরমপিতা—আমরা যাঁকে আদর্শে মূর্ত দেখতে পাই—তাঁর দিকে তাকাও, তাঁকে জড়িয়ে ধর—জীবন! তুমি জীবন পাবে, উন্নতির চলন তোমার অব্যাহত চলবে! আমি তোমাকে চিঠি লিখতে বিলম্ব হ'লেও তুমি আমাকে চিঠি লিখতে থেমে যেও না—

আমার আন্তরিক 'রা' জেনো—আর যাঁকে দিতে ইচ্ছা করে দিও—

তোমারই
উন্নতিকামী
দীন
“আমি”

২৩

মা!

অনুরক্তি যেখানে শিথিল—জানা ও বোধের টান
সেখানে দুর্বল—কাজেই সন্দেহও সেখানে উঁকি মারে—
আর নিন্দা সেখানেই জয়লাভ করে।

তোমারই

দীন

“আমি”

২৪

আমার দয়াল দাদা!

মানুষের পরিচয় তা'র নিজের কাছে—সে নিজে
নিজেকে যতখানি জানে—তা' ছাড়া আর সব পরমপিতার
কাছে, তিনি যা'র টান তাঁতে যেমন, তা'কে তেমনই
ক'রেই তেমনই ভাবে জানান—এই আপনার ছোট ও
বেকুব ভাইটির ধারণার জানা—

বিজয়া গেল, আপনার উদ্দীপ্ত শক্তিসংবদ্ধিকর
আশীর্বাদ আমাকে কখন স্পর্শ করবে দাদা?

আপনার

সেবকাধম

ছোট ভাই

“আমি”

মা আমার!

তোরা যাওয়ার পর আমাকে কেমনতর একটা
বেকুবকরা বিরাট খালি-খালিতে চেপে ধরেছিল—তার
হাত থেকে রেহাই পাওয়া ভেবেছিলাম নিতান্তই কঠিন—
সব সময় মনে হ'ত কে যেন নাই—কি যেন চলে গেছে—
সবের ভেতরই একটা যেন কেবল ফাঁকা, কেবল ফাঁকা—

—'র পেটের অসুখ কেমন আছে? এত দিনেও কি
আরাম হয় নি? তোরা তো সবাই ভাল আছিস? আবার
কবে আসবি মা?

তোমারই

দীন সন্তান

“আমি”

কল্যাণীয়া—!

জীবন যা'র যজ্ঞ, পূজা যা'র প্রাণ, স্তুতি যা'র স্ত্রীত্ব,
সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি করাই যা'র বৈশিষ্ট্য, বাধা ও বিপদকে
জয়ে, শুভে নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইষ্ট-আরাধনাই যা'র তৃপ্তিময়ী
বৃত্তি—সে কি দূরে থাকে? কল্যাণ কেন তাকে পূজা করবে
না? সে যে মর্ত্যেই স্বর্গের পারিজাত!

তোমারই
নিতান্তই
দীন
“আমি”

শঙ্কর!

তোমার চিঠি পেয়ে যারপরনাই সুখী হ'লাম—তোমার যখনই প্রাণ চায় আমার কাছে চিঠি লিখো।

মানুষের প্রকৃতপক্ষে উন্নতি তখন থেকেই আরম্ভ হয় যখনই সে অটুট ও আপ্রাণ হ'য়ে ইষ্টানুরক্ত হয় আর সেবা, সাহচর্য্য ও সহানুভূতিসহকারে তাঁহাকে পারিপার্শ্বিকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে একমাত্র স্বার্থ বিবেচনায় তাঁরই জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে উদ্যম হইয়া নিজের জীবনকে সেইভাবে চালায়—বুঝলে?

তোমরা সকলে কেমন আছ? সাবধান থেকে সকলেই,—বিপদ আসতে পারে এমনতর কিছু ক'র না—কেউ করতে গেলে তা'র বাধা হইও।

তোমার মায়ের কথা শুনিও—অবাধ্য হইওনা—দেখিও, তাঁর ও ছেলেমেয়ের ও অন্যান্য সকলের কষ্ট না হয়। আমার 'রা' জেনো ও সবাইকে দিও।

তোমারই

দীন

“আমি”

২৮

বন্দনা!

চিঠি পেয়েছি—, সুখী হ'লাম। প্রার্থনা আমার—তোমার
চেষ্টাকুশলতা কৃতকার্য্যতায় জয়যুক্ত হ'য়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠায়
উপচে পড়ুক। তোমাকে সাহায্য করতে হয়ত বক্ষিমও
যেতে পারে—অন্য একজনকেও অনুরোধ ক'রেও চিঠি
লেখা হ'ল—

অবধূলিত

দীন

“আমি”

২৯

মা আমার!

তোমার চিঠি পেয়েছি। মেয়ে ও পুরুষ উভয়েরই উচিত উভয়েই উভয়ের সান্নিধ্য লাভ ক'রে জীবন ও বৃদ্ধির উন্নতিমূলক কথা বা কর্ম ইত্যাদি করতে হ'লেই একটা সম্মানযোগ্য দূরত্ব হামেশা নজরে রাখা—তা' না হ'লে ভাল উদ্দেশ্য থাকলেও যা'দের সর্ববৃদ্ধি ইষ্টপ্রাণ ইষ্টস্বার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠে নাই—ভাবতঃ শুধু নয়কো, কার্যতঃ—তা'দের অনেক গোলমাল হ'তে পারে। আর যাঁ'রা ঋত্বিক তাঁ'রা উন্নত হ'লেও বৃদ্ধিস্বার্থ ইষ্টে নিব্বাণ লাভ ক'রে ইষ্টস্বার্থ হয় ত' হ'য়ে ওঠেন নাই—তাই নিয়মকে অবজ্ঞা করা কাহারও উচিত নয়কো। তা' ছাড়া মেয়েদের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি মেয়েদের একটা সহজ ঝোঁক তো আছেই—তা'কে আবার অবাধ ক'রে দিলে সে তো বৃত্তি-অনুপাতিক হ'য়ে ইষ্টে উপচে ওঠে—যেমন স্ত্রীলোকের স্বামী, কুমারীদের পিতামাতা গুরুজন ইত্যাদি—তেমনতর জায়গা ছাড়া ও-নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটানই নিতান্ত উচিত। মেয়েদিগকে এই নীতি ভাল ক'রে বুঝিয়ে, অমনতর চালচলনপরায়ণা ক'রে দিতে প্রয়াস পাওয়া খুবই ভাল। প্রত্যেকে যদি নিজে নিজে সাবধান না হয় কেউ কি মা কাউকে বাঁচাতে পারে? আমার আন্তরিক 'রা' জানবি, সবাইকে দিয়ে জীবন ও বৃদ্ধির অনন্ত চলনায় নিয়োগ করবি।

তোরই

দীন সন্তান

“আমি”

যোগেশদা!

রাগ করব কেন—আপনি চাকুরীই করেন ও যেখানে সেখানে ওকালতিই করেন বা ব্যবসাই করেন, জীবন-চলনার প্রয়োজনকে পূরণ করতে যা’ সহজ, মঙ্গল ও সুন্দর ব’লে মনে হয় তা-ই করতে পারেন। তা’তে আমার কোনই আপত্তি নাই বা দুঃখ নাই। কিন্তু আমি এই রকমটা ভালবাসি—তা’ হচ্ছে—by profession আপনি ঋত্বিক আর to fulfill the purpose and needs serving your environment যেখানে যা সুবিধাজনক—তাই উকিলই হ’ন্, ব্যবসায়ীই হ’ন্, কেরানীই হ’ন্, মাষ্টারই হ’ন্, তা’তে আমার কিছুই আপত্তি নেই—তবে যাজনের কথা এই জন্য বলেছি—ওর ভেতর দিয়ে অনেক কিছুকে face করা যেতে পারে যা’ নাকি অন্য যা’-কিছুতে হওয়া অনেকই কঠিন।

আর পছন্দ করিনা অবসন্ন হতাশ ভাঙ্গা বুক নিয়ে delirious প্রলাপের emotional outburst—যদিও লক্ষ্যবাহী হয়ত আমিও তা-ই করছি অভ্যাস-অবশ হ’য়ে—কিন্তু পছন্দ করি না! আমার প্রলোভন ও স্বার্থ তো স্বভাবতঃই হ’তে পারে আপনাদিগকে আরও আরও আমার চাইতে আরও তাজা ও শক্ত ও শক্তিসম্পন্ন দেখা—এই প্রলোভনই হয়ত আমাকে আপনাদের প্রতি অমন cruel

ক'রে তোলে—কিন্তু এ ঠিকই আপনাদিগকে যতই মনের মতন ক'রে পাচ্ছি ও পেতে থাকছি ততই আমি তৃপ্ত ও গর্বিত হচ্ছি ও হ'তে থাকছি—আমার আরও বিশ্বাস ভালবাসা মানুষকে অবসন্ন ক'রে তোলে না—তোলে তৃপ্ত ক'রে, সন্দীপ্ত ক'রে—তাই প্রিয় তা'র যতই disadvantageous অবস্থায় পড়ুক না কেন সে ততই zealous, তোখড় ও inquisitive হ'য়ে সন্দীপনায় উদ্বুদ্ধ প্রাণে নিরাকরণতৎপর হ'য়ে ওঠে—আর delirious ও অবসন্ন হ'বার অবসরই থাকেনা—কিন্তু ভালবাসা যেখানে হামবড়াইয়ের তমসায় দাঁড়িয়ে ambitious ego elate করার প্ররোচনায় রঙীল চলনে চলে, সে যখনই insulted with urgeless inability হয়—তখনই সে অবসন্ন হয়—পথও প্রয়াসহারা—পরিবার পরিজন ও পারিপার্শ্বিকের কাছে অপদার্থ প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে emotional censorship-এর বুদ্ধিশুদ্ধি করা pessimistic emotional চালবাজী নিয়ে চলে—গোড়ায় থাকে একটি ভীষণ ফাঁকীবাজী আর সেই জন্য ঐ রকম লক্ষণের এক আধটুকু পেলেই আমি আপনাদের প্রতি অমনতর রুখে যাই—তাই বলে আপনাদিগকে অপদার্থও ভাবিনা আর আপনাদের প্রতি হতাশও হইনা।

যাক্গে ও সব কথা—ওখানে আমার লক্ষ্মী মা যে
ছেলেপুলে নিয়ে অত কষ্ট পাচ্ছেন—প্রার্থনা আমার
পরমপিতার কাছে তিনি এই বেদনার ব্যবধান অমৃত সিঞ্চন
ক'রে সুখ পরিপূরণে আপনাদিগকে তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত করে
চিরচলনে চরিতার্থ করে তুলবেন না? আমার প্রার্থনা মঞ্জুর
হওয়ার উপযুক্ত?

রা—জানবেন
আপনাদেরই
দীন
“আমি”

...!

তোমার চিঠি পেয়েছি—আমি আশার আকাশে
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে তাকিয়ে আছি তুমি কবে সুস্থ, সবল,
সুন্দর ইষ্টপ্রাণ সেবাপটু সুরত-লোহিতা হ'য়ে এই আমাকে
তুষ্টি, পুষ্টি ও নিয়ত সর্বসম্বর্দ্ধনায় অটেল ক'রে জীবনে
যশে ও বৃদ্ধিতে নিরন্তর ক'রে—নিজেও তেন্নি করেই এই
আমারই জন্য চলতে থাকবে!

পাঞ্জাকে কিন্তু তোমাদের অসুখগুলি দেখিয়ে তাহ'তে
নিস্তার পেতে ভুলে যেওনা—

রা—

তোমারই

দীন

“আমি”

...!

তোমার চিঠি পেয়েছি—সর্বপ্রকারে সুস্থ হয়ে যা'তে প্রতি পারিপার্শ্বিককে সুস্থ, উদ্বুদ্ধ ও উন্নত ক'রে ইষ্টপ্রাণতায় অটেল হ'য়ে—অটেল ক'রে তুলতে পার—এই আশা নিয়ে বসে আছি, ...! কবে তোমায় তেন্নি করে পাব? তেন্নি দেখায় কৃতার্থ হ'য়ে সার্থকতাকে আলিঙ্গন করব?

রা—

তোমারই

দীন

“আমি”

৩৩

আমার

অর্ঘ্যনীয়

মহার্ঘ্য-দেবতা!

এখানকার অবস্থা তো সবই জেনেছেন—আমার চক্ষু
দু’টি আশার কাল্পনিক পথপানে চেয়ে অপেক্ষার ভার বহন
করিতে করিতে জলভরা তার অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—
আশ্রয়ের তার কেউ নেই এমন সহস্রবাক্তব
কোলাহলমুখরিত আপ্যায়িতবিব্রতজন-অরণ্যে—কবে
সার্থক হবে তা’র এই অকিঞ্চিৎকর অবহেলাদলিত অর্ঘ্য?

আমার আন্তরিক রা—কি স্বস্তিমণ্ডিত করিবেন না?

আপনারই দীন

আলিঙ্গনলিপ্সু

“আমি”

৩৬

লক্ষ্মী আমার!

যে আনন্দ-আচার প্রিয়কে উৎসারণ-প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর
ক'রে, উন্নতস্বার্থে অধিরাজ ক'রে তুলে', আনন্দ উৎসারণে
উৎসারিত হ'য়ে সেই প্রিয়তেই নিত্যনবীনের উদ্বোধন ক'রে
জীবনযশবৃদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন চলনায় চালিয়ে তোলে—আর
ঐ নেশার মাদকতায় নিজের জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে
অনবরত ক'রে নবীন হ'তে নবীনতর হ'তে থাকে—সেই
না উৎসব?

কবে তোমাকে তেমনই উৎসবময়ী বাস্তবতায় দেখতে
পাব?

তোমারই
দীন

“আমি”

ভূষণি!

তুমি কি উৎসবের ভিতর আসতে পারবে না? আসবে তো?

সব বৃত্তিগুলি যা'র শ্রেষ্ঠ একজনকেই সার্থক ক'রে তুলতে উদ্দাম রোলে বাক্য ও কর্মের ভিতর দিয়ে বাস্তবে পরিণত করতে না ছুটেই পারে না—এমনতর ঝোঁকে মাতাল হ'য়ে সর্বদাই চলেছে—তা'কেই তো সৎ বা সতী বলে—তাই নয় কি?

তোমারই

দীন

“আমি”

.....!

মানুষের সৌন্দর্য্য কোথায়? তার কারুনৈপুণ্যে অঙ্গ-সৌষ্ঠবে না অন্তর্নিহিত instinct-এর প্রকাশ চাল-চলন অর্থাৎ behaviour-এ—যা’ নাকি শরীরকে বিশেষ ভঙ্গী বা pose-এ নানারকমে নিয়ন্ত্রণ করে, এক এক অবস্থা ও ব্যাপারে এক এক নূতন নূতন ধাঁজে শরীরকে অভিব্যক্ত করে সেই behaviour-এ—যা’তে একদিন কুৎসিত অশোককেও প্রিয়দর্শন করে বিখ্যাত করে তুলেছিল—তাই কি?

ওখানে সবারই ভাল খবর জানতে ইচ্ছা করে—তুমি ভাল আছ তো? ভালই কিন্তু থেকো।

তোমারই

দীন

“আমি”

সতীশদা!

অশ্বিনীদার পত্রে জানতে পারলাম আপনি তাঁর ছেলের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা ক’রে দিতে চেয়েছেন—দিতে যদি পারেন তবে তাঁর খুবই সুবিধে হয়—একটা দায়িত্ব থেকে অনেকটা রেহাই পান তিনি।

যখনই মানুষের, তার পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধি ইষ্টপ্রাণতায় নিয়ন্ত্রিত হ’য়ে নিজের স্বার্থ হ’য়ে দাঁড়িয়ে সেবানুপ্রাণনে তাকে মুগ্ধ ও কর্মপটু ক’রে তোলে—ঐশ্বর্য্য তার অমৃতবাহী হ’য়ে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে নিরন্তর চলনায় চলায়মান ক’রে থাকে।

দাদা আমার! আমারই আন্তরিক রা’—আপনাকে অমৃতাভিষিক্ত ক’রে তুলুক—

আপনারই
দীন
“আমি”

৩৮

যতীনদা!

আজ কতদিন পর—কত ঝঙ্কাট পেরিয়ে আপনার খুকির বিসর্জন হ'য়ে সব বিপদ আপদের পরিবর্তে কলকাতা থেকে আমার মাকে তাঁর অগাধ দয়া ফিরিয়ে বাড়ী এনে দিয়েছে।

মাতাঠাকুরাণীকে এখন ধ'রে বসালে একটু ব'সে থাকতে পারেন—দুধও একটু একটু হজমই হ'চ্ছে ব'লে মনে হয়। দয়ালের অপার দয়ায় কবে তিনি সুস্থ, সবল, নীরোগ, সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে—সব অভাবের খালিটাকে পরিপূরণ ক'রে নিরন্তর বাস্তবতায় জ্যাক্তশরীরী আশ্রয় হ'য়ে তৃপ্তি ও সন্দীপনায় আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন?

আপনি, আপনাদের বাড়ীর মা ও আর আর সকলে কেমন আছেন?

আমার কোটী কোটী রা'—জানবেন—

আপনারই

দীন

“আমি”

..!

পরমপিতার দয়ায় মাকে নিয়ে ভালয় ভালয়ই এখানে পৌঁছিয়াছি—মাও এখানে এসে তাঁর দয়ায় ক্রমশঃই মনে হ'চ্ছে সুস্থর দিকেই যাচ্ছেন—আজ সকালে মা বিনতির পূর্বে ব'সে বিনতির পরেও খানিকটা সময় পর্য্যন্ত ব'সে রয়েছিলেন—দেখে' বেশ স্ফূর্তিও হ'ল—

কিন্তু তোমার আবার জ্বর হ'য়ে তা' লাগাই আছে শুনে'—আবার একটা দুস্তর দরিয়ার সামনে এসে হাজির হ'লাম—মনে হ'চ্ছে কি কুম্ভণেই ক'লকাতায় গিয়েছিলাম—আমার যা' হ'বার তা'ত' হ'য়েই গেল—তুমিও আমার আবহাওয়ায় বিধ্বস্ত হ'য়ে চলেছ—তোমার এত সাধের ও আমার এত প্রতীক্ষার পরীক্ষা সবই বুঝি খতম হ'তে চলেছে—দয়াল কি দয়া করবেন না? তুমি বরাবর বেশ ভাল আছ—কবে এ খবর পাব?

মা,—দা, তোমাদের বাড়ীর আর আর সবাই কেমন আছে?

আমার প্রতীক্ষাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষিত প্রাণভরা কোটা কোটা রা'—জেনো ও দিও।

তোমারই

দীন

“আমি”

আমার

আশাপ্রতিফলকায়িত কল্পনা!

দিনগুলি চলে' যায়, মনে হয় কখন ধীরে কখন
মুহুর গমনে—কখন ব্যস্তদ্রুত বেদম গমনোদ্যমে,—সে
হয়ত স্মৃতির ধার ধারে না, কিন্তু যার উপর দিয়ে সে ব'য়ে
যায়, স্মৃতির লেখা অফুরন্ত ঐকে অমনোযোগে ফেলে—
অতীত তা'র অববেলায়িত হাত বুলিয়ে মরীচিকা কাহিনী
মুগ্ধ করে'—ভুলিয়ে নিঃশেষের হাত থেকে যেন কোন
রকমে বাঁচিয়ে রাখে—দূরে অতিদূরে তা'র প্রিয় যা' তা'র
কল্পনা আলেখ্য মানসচক্ষুর লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে ধরে—
এই কি জীবন যা' মৃত্যুকে আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে?

ভাবি, তুমি কবে ফিরে আসবে,—তোমার পরিশ্রমের
যা'কিছু সব সুন্দর ও সার্থক ক'রে আমার আশা-
প্রতিফলকায়িত কল্পনাকে বাস্তবতায় মূর্ত ক'রে, সুস্থ হ'য়ে,
স্বস্থ হ'য়ে—তৃপ্তি ও সন্দীপনার অমৃতবাস পরিধানে।

অনেকদিনই তোমার চিঠি পেয়েছি। কতবার তোমাকে
লিখতে ইচ্ছে হ'য়েছে—কেন যেন ফুরসুৎই পেয়ে উঠি
নাই—

তোমার শরীর কেমন আছে? ঔষধ খাচ্ছ তো? মায়ের
শরীর কেমন? তোমার বাবা কোথায় কেমন আছেন?
বাড়ীর সবাই ভাল আছ ত'?

আমার মা এখানে একটু একটু ক'রে আরোগ্যের দিকেই
যাচ্ছেন মনে হ'চ্ছে—একটু একটু দু'এক পা হাঁটছেনও।
পড়া ভাল হচ্ছে ত' তোমার?

রা'—জেনো ও সবাইকে যা'তে দিতে পার তাই
ক'রো।

প্রতীক্ষাদক্ষ
তোমারই
“আমি”

লক্ষ্মী আমার!

মানুষ যখন তৃপ্ত থাকে তা'র ঈঙ্গিত নিয়ে, তাঁকে আর তাঁর যা'-কিছু তা'ছাড়া নিজের স্বার্থ ব'লে বোধ হয় কিছু ভাবতে বা বোধ করতেই পারে না—আবার সেই জন্যই মনে হয় সে মহান্ উদ্যমী কৰ্ম্মপরায়ণ অক্লান্ত প্রচেষ্টাশীল হ'য়ে ওঠে—কিন্তু তা'র ফল দিয়ে সে তা'র ঈঙ্গিত বা প্রেষ্ঠকেই সংবর্দ্ধিত করতে চায়, সুখী ক'রে সুখী হ'তে চায়—তা'র জীবনটাই যেন দুঃখ,—দুঃপ্রাপ্য, অপ্রাপ্য তখনও যা'—তাঁর জন্য তদধিকারসঙ্কল্পে বিরাট অভিযান—আর এই যেন তা'র প্রিয়-অভিসার;—আরও আবার, এই অভিসারের পথেই সে থরে থরে সাজিয়ে ফেলে প্রেষ্ঠস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার সব যা'-কিছু—জীবনে, যশে ও বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নত হ'তে হ'তে—ওই অতটুকুর জন্য তার এত সব কেন?

আমার রা'—জেনো

দীন

সার্থকতা ভিখারী

“আমি”

লক্ষ্মী আমার!

দেখতে ইচ্ছে করে successful তোমাকে—অতিনমনীয়া, অতিকমনীয়া—বিদ্যাবুদ্ধির অভিমানের লেশমাত্রও দেখা যায় না—একটা সামান্য অশিক্ষিত বা বালকবালিকার কাছেও যেন এত সহজ, এত সম, এত গ্রহণ-উদ্গ্রীব জ্ঞান-গরিমাশূন্য—দেখে যেন অবাক না হ'য়েই উপায় নেই—তবুও আদর্শপ্রাণে, তদ্গরিমায়, তৎস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় মহতী শক্তিশালিনী, জ্ঞানবৃদ্ধা, অটুট ও আপ্রাণ—বজ্রাদপি কঠোর, ফুলের চাইতেও কোমল—এমনতরই তার চরিত্র, এমনতরই তা'র চলনা—আবার এরই ভেতর সে বিদ্যুতের মতনই চপল ও ক্ষিপ্র, বজ্রের মতনই দক্ষ ও নির্ঘাত—তথাপি অরোরার মতন বা স্থির সৌদামিনীর ন্যায়ই সুন্দরী হ'য়েও সতীত্বে সর্ব্বহারা কুট ও কঠোর নিষ্ঠুর সদর্পী, মানুষের বাঁচা-বাড়ায় যেন প্রত্যক্ষ নারায়ণী! মানুষের আশা কি এতও ভাবতে পারে?

তোমারই

আশাপথ চাওয়া

দীন

“আমি”

....!

তোমার চিঠি পেয়েছি—আমার চিঠির ভেতর যাঁদের
যাঁদের চিঠি দিয়েছিলে—তাঁ তাঁদের দিয়েছি।

চিঠিতে টের পেলাম তুমি ভালই আছ—তাঁ আমাকেও
অনেকখানিই সোয়াস্তির অধিকারী ক'রেছে—

আমার এ উৎসাহরা বোকা বুক যে কতখানি মিশতে
চায়, আদর পেয়ে আদর ক'রে উদ্দাম হ'তে চায়, তাঁ কি
তুমি বোঝনা? আমি বোধ করি তুমি বোঝ, আর তাঁতে
আমি অনেকখানিই ঠাণ্ডাই থাকি—আমার পারিপার্শ্বিকের
প্রত্যেকে যখন আমার সোয়াস্তিকে—নিষ্ঠুরভাবে নিজের
অল্প স্বার্থকে বিস্তারে পরিণত ক'রে—প্রয়োজনের আবদারে
অযথা আমাকে আহত ক'রে—কেড়ে নিয়ে নিজেকে পুষ্ট
করতে চায়, আমি সব বুঝেও তাদেরই প্রয়োজনের প্রাধান্য
স্বীকার ক'রে, নিজের সোয়াস্তিকে বলি দিয়ে তাদেরই
প্রয়োজন পূরণ ক'রে থাকি—আমি যেন কেন এ না ক'রেই
পারি না, যদিও অদৃষ্টকে কখন কখন কত ধিক্কার দিয়ে
থাকি!

তবুও তুমি আমার কাছে যাঁ চেয়েছ, তাই আমিও
তোমার কাছে চাই অমনই আশা ক'রে—এই মানুষের
জঙ্গলে কতদিনই যে কত প্রতীক্ষায়ই কাটিয়েছি—তাঁ

কেবল যিনি আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনিই জানেন—
আর জানে আমার এই জীবন্ত শরীরী-গত মন—

দ্যাখ...! জীবনে আমি যন্ত্রণাকেও নীরবভাবে উপভোগ
করতে পারি নাই—তবুও ভরসা, হয়ত তোমার
প্রতিকূলশাসিনী খরশ্রোতা বাঁধনহারা টান আমাকে ভরপূর
ক'রে দেবে—যদি আমি ডুবিও, প্রাণেই ডুবে যাব—মৃত্যুতে
নয়—সীমাকে অনন্ত ক'রে তুলব—অনন্তকে সান্ত্তে
সংজ্ঞাশূন্য ক'রে নয়—কেমন এ আশা করা কি বেজায়ই
পাগলামী? পারবে না তুমি আমায় এমন ক'রে তুলতে?
ভাগবান করুন যেন তাই হয়, তুমি তাই যেন পার—

দেখ...! যে টান বা আসক্তি ঈঙ্গিতের প্রতিকূল যা'
তা'কে শাসন করতে পারে না—নিয়ন্ত্রণে অনুকূল ক'রে
তুলতে পারে না-পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় রঙ্গিল হ'য়ে
ওঠে—ভেঙ্গেই পড়ে বা প্রতিকূলই হ'য়ে দাঁড়ায় বা ব্যর্থ
অবসাদে নিশ্চেষ্ট হয়েই দাঁড়ায়—সে আসক্তি বা টানের কি
কোন ভরসা আছে? সাময়িক তা' সুখের হ'লেও কোন্
ভবিষ্যতে হয়ত সে কেমন বিস্ময় হ'য়ে উঠতে পারে তার
কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? তাই তোমাকে বলতে ইচ্ছা
করে—তুমি গৌরবগর্বে বল, প্রাণে প্রাণে স্বীকার কর—
সমস্ত বৃত্তিগুলির অন্তঃকরণ গভীর আন্দোলনে আন্দোলিত

ক'রে গভীরভাবে বাক্ ও কর্মের সঙ্গতির ভিতর দিয়ে
বলতে থাক—

“আমার এ প্রেম নয়ত ভীক
নয়ত হীনবল,
ব্যর্থ প্রাণে তোমার তরে
ফেল্বে অশ্রুজল?”

তাই বলি, টান বা আসক্তি যদি প্রিয়তে অমনতর
উধাও-করা খরস্রোতা উল্লম্বী গৌরবগরীয়ানই না হ'ল—
তবে সে টান মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে?

কেমন, আমার একথা তোমার তৃপ্তি উৎপাদন করে
না? তুমি ক্ষত্রিয়-কন্যা, অন্তর্নিহিত সংস্কার সুপ্ত থাকলেও
তুমি এ ছাড়া আর কিছুতেই তৃপ্তি পেতে পারনা—এ
আমার একান্ত ধারণা, নতুবা তুমি অমন ক'রে নিজেকে
অবলম্বন ক'রে ব্রাহ্মণ-বাহিনী হ'তেই পারবে না!

তাই আমার আশা—আমি অযুত প্রতিকূল আবেষ্টনে
থাকিনা কেন—তুমি তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সংযত ক'রে,
অনুকূলে উদ্ভিন্ন ক'রে, আমারই কাছে থেকো, এমনই আদর
ক'রো যেন তা' আমাকে ভরপুর ক'রে উপ্চে তোমাকে
সিদ্ধ ক'রে তোলে—আর তা' পরিস্থিতিকে অমরণ-স্পর্শী
ক'রে না দিয়েই পারে না! আমার আশা কি সার্থক হবে...?

মনের কোণে এক ঝলক উঁকি মেরে ঝলসে দিতে চায়
ভগবান অমিতাভের কঠোর টানের নিষ্ঠুর খরদীপ্ত কথা—

“ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।

ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু.....”

আবোল তাবোল লিখতে লিখতে চিঠিখানা বাস্তবিকই
লম্বা হ’য়ে উঠলো—তুমি সকালেই আস্ছ, এ কথা বিশ্বাস
না হ’লেও ভাবতেও খুবই আনন্দ হয়।

* * * * *

আমার আন্তরিক রা জেনো ও সবাইকে দিও—

তোমারই

অপেক্ষান্বিত

দীন

“আমি”

ভেল্কু

আমার লক্ষ্মী মেয়ে!

স্বর্গসৌরভময়ী নন্দিনী আমার!

তোমার দুইখানা চিঠিই পেয়েছি। আমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠব—বুকে নিদারুণ দুঃখ পাব—এই আশঙ্কা ক'রে তুমি রোগক্লিষ্ট দুর্বল হস্তেও লিখে আমাকে তৃপ্ত রাখতে, শঙ্কাকুল না হ'তে—কুটি করনি। প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—তুমি শীঘ্র সুস্থ হ'য়ে ওঠ—তাড়াতাড়ি তোমার দুর্বলতা অপনোদন হোক—সবলা স্বাস্থ্যবতী হয়ে সুখে সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর। আর তোমার শরীর এখানে আসার মত সুস্থ ও সবল হ'লে—চ'লে আসবে। হামেশা তোমার খবর না পেলে আমি বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি; কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি—কে এসে বলবে—‘ভেল্কু ভাল আছে।’

আমার আতঙ্কগ্রস্ত ছিন্ন-ভিন্ন ব্যস্ত হৃদয়ের ছবি কাউকে দেখাতে পারি না—যদি কেউ দেখতে পেত—আর সে দরদী হ'তো তবে হয়তো শিউরে উঠতো—‘আমি কেমন বুকখানা নিয়ে জীবন ধারণ করি।’

আমার একান্ত করুণাময় পরমপিতার নিকট কাতর
প্রার্থনা তুমি সুস্থ হ'য়ে ওঠ—সবলা হও—সুখে দীর্ঘজীবী
হ'য়ে বেঁচে থাক।

আমার আন্তরিক 'রা' জেনো—আর যে চায় তা'কে
দিও।

তোমারই
দীন
দৈন্যভারাক্রান্ত
“আমি”

মনমথদা!

লক্ষ্মী আমার!

আমি যেন মন্মথপীড়ায় বিদগ্ধ হ'য়ে সারা হ'তে চলেছি।

সব সময় মনে হয় কেন আপনাকে মন্দ বললাম?
আপনার ছেলের অসুখে না-চাওয়া সত্ত্বেও আপনার বাড়ীর
মার হাতে আমি টাকা দিই নি—আপনার এতটুকু
অভিযোগও আমার এ উদ্ধত আত্মস্তুরিতা সহিতে পারল
না।

মনে ত' পড়ে না আমার আপনাকে যেমন
বলেছিলাম—তেমনতর কটু পূর্বের কখনও কিছু বলেছি!

আমার আত্মস্তুরী অহং পরমপিতার আশীর্ব্বাদপ্রলুব্ধ
হ'য়ে চুরি ক'রে সেইটি ভাঙ্গিয়ে আত্মপ্রসাদের খোরাক
লাভেচ্ছু আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতায়ই আপনাকে অমনতর কটু
বলিয়েছে।

আমি কে?—

তাঁর কৃতিত্বকে আত্মসাৎ ক'রে—আত্মপ্রসাদের
আকাঙ্ক্ষালুব্ধ হওয়া আমার কেন?

আমি আমার ঠাকুরকে ভালবাসি—অহঙ্কারের এতটুকু
তৃপ্তি ত' আমার যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

আমরা ঠাকুরের কাছে আমাদের আর্জি পেশ করতে পারি, জন্মের সাথে সাথেই তিনি সে অধিকার আমাদের কাছে দিয়ে দিয়েছেন—আর্জির প্রার্থনা তিনি তাঁর মত ক'রেই মঞ্জুর ক'রে থাকেন। ভূমাবাক পরমপিতা—আমাদের প্রেষ্ঠ—আমাদের ঠাকুর—তিনি তাঁর মত ক'রেই আমাদের আগ্রহমন্দির প্রচেষ্টা কর্ম তাঁর দয়াকে যেমনতর কেন্দ্রায়িত করতে পারে—তার ভিতর দিয়েই তাঁর ইচ্ছানুপাতিক পরিপূরণ তেমন ক'রেই পাই। তা'তে আবার আমার অহঙ্কার—তা'তে আবার আমার আত্মপক্ষ কেন?

যা' হোক দাদা আমার!

আপনার কাছে সানুনয় প্রার্থনা—আপনি আমাকে মার্জনাও করবেন—তা' যতটুকু মলিনতাটাকে সাধ্যমত ধুয়ে মুছে; আর ক্ষমা করতেও ক্রটি করবেন না।

আমি নিতান্ত অসহায়, উদ্ধত ও দৈন্যগ্রস্ত, দুর্বল। আপনার বাড়ীর সব বর্তমানে সুস্থ ব'লেই অবগত আছি।

আপনার শরীর ভাল আছে ত? আমার শরীর ও মন সবই সমান। প্রার্থনা করি পরমপিতার নিকট—দুনিয়ার ঠাকুর, সব যা' কিছুর মালিক আপনাদিগকে সুস্থ, সম্বর্দ্ধনশীল ও সুদীর্ঘজীবী ক'রে রাখুন!

জানিনা এ হতভাগার আবেদন তাঁর কাছে পৌঁছাবে
কিনা; আগ্রহ আছে—স্পর্ধা আর যেন নেই।

আমার আন্তরিক রা—জানবেন—আর যারা চায়
তাদিগকে দেবেন।

আপনারই দীন
দৈন্যপীড়িত
“আমি”

...!

মানুষ যতই কাউকে আপনার ব'লে ভাবতে থাকে আর তার জন্য নিজে হাতে-কলমে অনুসন্ধিৎসার সহিত যাতে তার ভাল হয়, যা'তে তার সুবিধে হয়, যত্নের সহিত তাই করতে থাকে—এবং তার পারিপার্শ্বিকের সংস্রবে এসে যখন যেমনতর ভাব ও অবস্থায় উপনীত হয় তখন আপন ব'লে বিবেচনা বা ধারণা থাকলে যেমনতর বলা আসে বলতেও থাকে তেমনতর—ততই ওই আপন ধারণাটা নানাপ্রকার ভাব ও অবস্থার ভেতর দিয়ে এমন নিরন্তরতা লাভ ক'রে একটা অচ্ছেদ্য টান বা attachment-এ পরিণত হয়—আবার এই পরিণতি—যেমনতর অভ্যাস, আচার, ব্যবহার, করা ও চিন্তা ইত্যাদির পরিবেশনে পরিপুষ্ট লাভ করে, অনুরক্তির চরিত্রও হয় তেমনতর—এমনই চলনে তার কাউকে আপন ভাবাটা যতই প্রশ্নশূন্য হ'তে থাকে—যাকে আপন ভাবছে, সে অজ্ঞাতসারেই হো'ক—সেই তার সারা জীবনটার একমাত্র অবিচ্ছেদ্য স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—ঐ প্রশ্নশূন্য ধারণার টান যার যত বেশী প্রত্যয়ের দৃঢ়তাও (conviction) তার তত অটুট—অমনতরটা মানুষের যখনই বাস্তব হ'য়ে ওঠে তখন আর তাকে শেখাতে হয়না কোথায় কি করতে হয়—তাই বোধ হয় মনীষী Carrel বলেছেন অজ্ঞানতা, স্বার্থপরতা ও রোগবাই, এর সাথে

ভালবাসার কোথায়ও মিতালী নাই—তাই বোধ হয় ঠিক—
কি বল তুমি?

তোমার মাতাঠাকুরাণী একরকম ভালই আছেন—... দা
ও আর আর সবাই কেমনতর? তুমি? রা জেনো ও দিও।

তোমারই

দীন

“আমি”

...!

মানুষের স্বার্থপরতা যত সঙ্কীর্ণ, তার পৃথিবীও তত ছোট, কারণ তার আপনার ক'রে নেওয়ার ভাবটাকে অযত্নে এত কম পুষ্ট করেছে—যার ফলে পারিপার্শ্বিকের অতি অল্পকেই সে আপন ভাবতে পারে—তাই তাদের স্বার্থকে আর সে নিজের স্বার্থ ভেবে উঠতে পারে না। অন্যের কাছে নিয়েই সে সুখী হ'তে চায় কিন্তু কাউকে দেবার চিন্তাও নিজের কাছে বেদনাগ্রদ হ'য়ে থাকে—মানুষের চিন্তা কথায় ও কাজে যতখানি বাস্তব হ'য়ে উঠে থাকে সে বাস্তবভাবে মানুষও তেমনই—কথায় ও কাজে যা'র যতখানি অসামঞ্জস্য তার চরিত্রও তত তেমনতর অবাস্তব ও বেগোছাল—এই চিন্তার অনুপাতিক কথা ও কাজের ভেতর দিয়ে বাস্তবভাবে অন্যের স্বার্থকে আপন স্বার্থ ক'রে নিয়ে যে নিজে যতবেশীর স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে উঠতে পারে তার জগৎ বা দুনিয়া তত বড়—সে তত বড় মানুষ—মহাপ্রাণ ব্যক্তি।

এই আপনার ক'রে নেওয়ার ইঙ্গিতই কি বিজয়ার কোলাকুলি? তুমি আমার আলিঙ্গন-বিলোল আচুমু চুম্বন গ্রহণ কোরো'.....দাকে সশ্রদ্ধ আলিঙ্গন প্রাণ 'রা' দিও।

এখানে পূজায় এবার বহু ভায়েরাই এসেছে—খুব
ভিড়।

সত্য বেশ ভাল হ'য়ে গেছে ব'লেই মনে হয়। তোমার
মাতাঠাকুরাণীও ভালই আছেন।

তুমি ভাল আছ ত? এখানে আর আর সবাই ভাল।
সবাইকে আমার 'রা' দিও এবং তুমিও নিও।

তোমারই
দীন
“আমি”

...!

যার ভাব বা চিন্তার বাস্তব অভিব্যক্তি যত ও যেমনতর সে তত তেমনতর সত্যিকার মানুষ। আবার যে যত স্বার্থপর অন্যের স্বার্থকে যে যত কম আপন স্বার্থ ব'লে বিবেচনা ক'রে চলে সে তত ছোট মানুষ বা ছোট লোক— আর তাই করা তা'র অভ্যাস বলে অর্থাৎ আপন স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে বা করতে চায়না—ignore-ই ক'রে থাকে—সেইজন্য তা'র ignorance-ও বেশী। তাই চলনাও তার বেকুব চালাকের মতই আত্মগুরী আত্ম-প্রসাদশীল—লোকসানপ্রবণ লাভবাহী।

তুমি সকালেই আসছ ভাবলেই আনন্দ হয়—স্বপ্ন দেখলেও আনন্দ হয়—কিন্তু তার বাস্তবতার দূরত্ব চিন্তায় যখনই আসে—তখনই উন্টো—লোকসানপ্রবণ লাভবাহী—আমার পাওনার মতনই—

তোমার মাতাঠাকুরাণী ভালই আছেন—তোমার বড়দাও আজকাল ভালই ব'লে মনে হয়—তোমার ছোটদাও এখানে এসেছে, তোমার কাকা ...দা বিশেষ প্রয়োজনে আবার এসেছেন—...দাও আছেন—সকালেই যাবেন।

...দা কেমন আছেন? তোমার শরীর সুবিধে যাচ্ছেনা জেনে চিন্তিত রইলাম—সুবিধে পেলে খবর দিও। রা জেনো ও সবাইকে দিও—

তোমারই

দীন

“আমি”

...!

মানুষের পাওয়া তখনই ঘটে উঠতে থাকে যখনই সে যা' বা যাকে পেতে চায় তার অভিপ্রেত পরিপূরণ করে চলাই তার স্বার্থ হয়ে উঠে, তাতেই সে কৃতার্থ হয়, তাতেই তার সুখ—আর এই ঝোঁকে বাধা দেয় এমনতর কোন সম্পদও যদি তার চলার পথ আগলে ধরে, অন্যের কাছে তা' আনন্দদায়ক হ'লেও সেই পাওয়ার সাধকের নিকট তা' মোটেই প্রিয় ব'লে মনে হয়না—ভালও লাগে না—তাকে সে কায়মনপ্রাণে এড়িয়ে কিংবা দমিয়েই চলতে থাকে—তার অভিপ্রায়ই হয় যা' বা যাকে সে পেতে চায়, যাতে সে তৃপ্ত থাকে, কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হয়, অভিপ্রেতগুলি তা'র সুচারুরূপে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে—তেমনই করে তাকে পেতে চায়, আলিঙ্গন করতে চায় এই তার তৃপ্তি—এই তার সুফল পাওয়া—

আর, যে নিজের চাহিদা ও চলনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের অভিপ্রায়-পূরণের উদ্দেশ্যে কাউকে বা কোন কিছুকে পেতে চায়—লাখ দিলেও বা পেলেও তার পাওয়া কোনকালে কোন জন্মে সাফল্যলাভ করে না—কখনই সে কৃতার্থতা লাভ করতে পারে না—সব উদ্যম তার তিমিরেই উদ্দাম হ'য়ে চিরতিমিরেই অবসান হ'য়ে থাকে—

তাই, মানুষ যা' বা যাকে চায় তার অভিপ্রেত পরিপূরণ

ক'রে চ'লে কৃতার্থ হওয়া বা সার্থক হওয়াই যে একমাত্র
পাওয়ার পথ এ বুঝে তার কোন শয়তান ভুলিয়ে দেয়, কেন
সে পাওয়ার নামে না-পাওয়ার ঘোর ঘূর্ণিকে অলিঙ্গন করে!

বুড়োর পেটের বেদনা আবার অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে—
আরোগ্যের অন্তরায় অতিক্রম, যে আরোগ্য চায়, তাকেই
করতে হয়—নতুবা আরোগ্য কি ক'রে আসতে পারে?

তোমার মা ভালই আছেন—তোমার বাবা ও আর আর
সবাই কেমন? তোমার শরীর ভাল আছে ত'?

আমার আন্তরিক রা জেনো ও সবাইকে দিও।

তোমারই

দীন

“আমি”

আমার স্নেহলনন্দনার

মূর্ত্তপ্রতীক বক্ষিম!

আজ ক'দিন হ'লো তোমার চিঠি পেয়েছি। বজ্রাহত অষ্টস্তম্ভ অবশ হ'য়ে গেলাম—সোনা নেই—এই শব্দটিই যেন আমার যা' কিছু সব মুছে ফেলে দিতে চায়। কি করব?—কার কাছে দাঁড়াব?—রক্তমাংসসঙ্কুল পার্থিব মা ত' আমার আর নেই যে তাঁর ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটু জুড়োব! সাড়হীন অশরীরী জীবন সব পূর্ণ ক'রেও ত' আমার কিছু পূর্ণ করতে পারে না।

সোনার কি হয়েছিল তা'ত কিছু লেখ নাই। তা'র কি উপযুক্ত চিকিৎসা হ'য়েছিল? তুমি কেমন আছ? তোমার বাড়ীর সবাই? তুমি কি সকালেই আশ্রমে যাবে?

মাঝে মাঝে তোমার চিঠি যদি পাই এমনতর যা' আমাকে জীবনে উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে তা'হলেও কি দুনিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে চলতে পারব না?—বড় দুর্বল মাথাটার ভিতর দিয়ে যেন জীবনী-প্রবাহ ক্ষীণভাবে চলেছে।

প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে, আবার উদ্ধুদ্ধ হ'য়ে ওঠ—দক্ষতায় পরিপূরিত হও—তোমার হৃদয় অজ্জীপ্রাণ

আপ্লুত প্লাবনে দিগন্তব্যাপী প্রতিপ্রত্যেককে যেন প্রাণবন্ত
ক'রে তোলে—প্রেমবন্ত ক'রে তোলে—অস্থলিত শান্তির
উপটৌকনে—আমার একান্তের চরণে এই ত' আমার
একান্ত প্রার্থনা।

তোমারই দীন
ক্ষেমভিক্ষু
“আমি”

কল্যাণবরেষু,

তোমার নিদারুণ মর্মান্তিক মাতৃবিয়োগ সংবাদ আমাকে অবসন্ন ক'রে তুলেছে। দুনিয়ায় মা হারান যে কি হারান তা' আর ভাষায় ব্যক্ত ক'রে সে বোধকে বোধগম্য মানুষ করাতে পারে কি না তা' জানিনা। প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে, তুমি শত অশুভ বিধৌত হ'য়ে সর্বতোভাবে তাঁরই চরণে সার্থক হ'য়ে ওঠ—তাঁতে তুমি অচ্যুত হ'য়ে লেগে থাক।

তোমাদের বাড়ীর আর আর সকলে ভাল আছেন ত'? তুমি কেমন আছ—তোমার স্বাস্থ্য?

আমার এই ক্ষীণ শুকান হৃদয়ের সন্তুর্পিত স্নেহ-বিলোল আকুল আগ্রহ যেন তোমাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নতি-মুখর ক'রে সব শোক, সব জ্বালার অতি উর্দ্ধে নিয়োজিত ক'রে রাখে—আমার তাঁরই চরণে এই একান্ত প্রার্থনা।

তুমি সুস্থ হও—সমৃদ্ধ হও। তোমার যা' কিছু সব নিয়ে তাদের সুস্থি ও সমৃদ্ধির সহিত তুমি নিয়ত উচ্ছল হ'য়ে ওঠ।

আমার আন্তরিক রা জেনো—আর উদ্বুদ্ধ যে চায় তা'কে দিও।

ইতি—

তোমারই দীন

“আমি”

পরম কল্যাণীয়া—

আমার অন্তরের বিগলিত স্নেহল সোহাগ-প্রতিমা
একমাত্র ছোট বোন খুকী!

তোমার দুইখানা চিঠি পেয়েছি—তুমি আসবে এ কথা
শুনে ভরসা না হ'লেও ভাবি হয়ত আসবে। আমার ছেড়ে
থাকা হয়ত তোমার জীবনের পক্ষে পোষায় না—যদিও না
হো'ক অন্ততঃ সব সময় মনে সেটুকু পছন্দ করনা—দ্বন্দ্ব-
দোলায় ব'সে ব'সে এমনতর কল্পনা ক'রেও খানিকটা সুখী
হই। রঙ্গণভিলা আমাদিগকে দিয়েছে—এখন আপাততঃ
তিন মাসের জন্য—পরে আরো দিতে পারে—ভাবি
তোমরা সেখানে থাকতে সেই স্মৃতিকে সহোদর সহোদরা
ক'রে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকবো! কলকাতার
গণ্ডগোলে সান্ত্ব ও কানুদের জন্য বড়ই উৎকণ্ঠায় দিন
কাটিয়েছি—আজ শুনলাম তারা ভালই আছে—তারা নাকি
তোমাদের ওখানে যাবে। তুমি সাবধানে থেকো—নিজের
শরীরের প্রতি নজর রেখো, আর ওখানে যারা আছে তারা
সৎসঙ্গীই হো'ক আর গ্রামবাসীই হো'ক যতটা পার নজর
দিও প্রত্যেকের কল্যাণের দিকে—নিজের আভিজাত্য,
বৈশিষ্ট্যকে প্রসাদ-পূর্ণ রেখে। ক্ষেপুর দিকে বিশেষ নজর
রেখো—তারও শরীর ভাল না—সেও আমারই মত
নিঃসহায়—সে অনেকের জন্যই আছে—তার জন্য—তাকে

দেখবার—তার তত্ত্ব নেবার, তৃপ্তি দেবার লোক নিতান্তই কম। কলকাতার হাস্যামা একদম ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত সে যেন কলকাতায় কিছুতেই না যায়। আত্রাই বড়াল পদ্মা boundary-র জন্য সুশীলদারা খুবই চেষ্টা করছেন শুনলেম—এখনও খুব যে ভরসা পেয়েছেন তা’ বুঝতে পারিনি—তবে নিরাশও হন নি। পাবনার পরেশ বাবু বা অমনতর ২/৪ জন যদি তাদের সাথে মিশে—তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতেন তাহলে হয়ত ওটা হওয়ার সম্ভাবনার অনেকখানিই আশা করা যেতো।

আমার শরীর তত ভাল নয়। বড়বৌ সুস্থ হ’য়েছে কিন্তু দাঁতের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝেই কষ্ট পায়।

আমার আন্তরিক রা জেনো—আর যারা চায় তা’দিগকে দিও।

ইতি—

তোমারই দীন

“আমি”

...!

এতদূর দেশেও তোমার আম ও চিড়া তোমার প্রীতি
ব'য়ে নিয়ে এসে আমাকে আনন্দিত ক'রে তুলেছে—প্রার্থনা
করি খোদার কাছে—সেই সর্বোৎকর্ষের পরমপিতার কাছে—
তিনি তোমার সদিচ্ছাকে সফলকাম ক'রে তুলুন—মানুষকে
সুখী কর, নিজে সুখী হও—সবাইকে স্বস্তির অধিকারী ক'রে
তোল।

ইতি—

তোমারই

দীন

“আমি”

প্রিয় কল্যাণবর

নরেন!

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি আবার বলছি উৎকণ্ঠা-
বিক্ষুব্ধ আবেগ-আবেদনে, আমায় এই মর্ম্মস্তদ অত্যাচারী
অসাধু বাঁধন থেকে যদি এখনও রেহাই দেও তোমরা—
তবে দয়ালের দয়ায় এখনও পারি যাতে মানুষ পায় সুকৃতি,
শান্তি, আর জীবনে সম্বর্দ্ধনা। আর এখনই যেমন ক'রে
পার তা' কর—আর অন্ততঃ নরেনদা ও প্রমথদাকে—
যা'তে তারা নিয়োগ আছে—তা'হ'তে মুক্ত ক'রে আমার
এই পরিকল্পনায় সাহায্য করতে দাও। আমার আবেদন
তোমাদের সবারই নিকটে, আমার এ পরিকল্পনাকে সার্থক
ক'রে তুলতে সর্ব্বতোভাবে সহায় হও—আমাকে মুক্ত
করো—ব্যর্থতার বিষান ব্যথা তাঁর দয়ায় এবং তোমাদের
অনুগ্রহে যেন আমাকে স্পর্শও করতে পারে না। পরমপিতা
তোমাদের মঙ্গল করুন! সবাইকে সুখে সম্বর্দ্ধনার দিকে
চালিত কর—শান্তি দাও—শান্তি পাও—সম্বর্দ্ধনায় স্বস্তি
লাভ কর।

ইতি—

তোমারই

দীন

“আমি”

মা!

তোমার চিঠি পেয়েছি। সত্যের শরীর অত্যন্তই খারাপ—এতখানি খারাপ পূর্বে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। তার মনোবল খুবই কমে গেছে—মনের কোন ঝাঁককেই প্রায় রাখতে পারে না। যা'হোক পরমপিতাই ভরসা—প্রার্থনা করি তাঁর কাছে—তার মনোবল ফিরে আসুক, শরীর সুস্থ হোক, অটুট নিষ্ঠার সহিত কন্মঠ হ'য়ে কৃতকার্যতায় জীবন উপভোগ করুক।

ইষ্টভূতিই হোক আর স্বস্ত্যয়নীই হোক যার যেমন প্রাণের চাহিদা সে তেমনিই করবে—করা না-করা যে যেমনতর বোঝে তেমনি করবে—আর সে বিষয়ে ভাল-মন্দ আমি যা' বুঝি আমি তাই বলতে পারি মাত্র।

ভগবান—যে যেমন তেমনি ক'রেই সবার কাছেই সমান—আমরা কন্মঠ আগ্রহাকুল হ'য়ে তাঁতে যত নিবেদিত হই—তাঁর দিকে তত এগুই—আর তাঁর আলোকও তেমনতরই পেতে থাকি—এই আমি যা' জানি।

পরমপিতার কাছে প্রার্থনা, তোমরা সকলে সুখে থাক—সুস্থ দেহে তাঁতে অচ্যুত আনতি নিয়ে বেঁচে থাক—

আর এই দুনিয়ায় তাঁকে নানারকমে উপভোগ ক'রে চলো।

... কেমন আছে মা? ... দার শরীর ভাল আছে তো?—
দয়াল তাঁকে সুস্থ ও সুখে রাখুন।

আমার আন্তরিক 'রা' জেনো ও সবাইকে দিও।

ইতি—

তোমারই

দীন সন্তান

“আমি”

৫৬

মেণ্টু!

প্রাণের সব আবেগগুলি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন করে যে
কাজেই নিয়োজিত থাক না কেন, সুএর পথে সর্ব-শ্রেষ্ঠ
কৃতি হওয়াই মানুষের রাজমুকুট—আর তা' লাভ কর—
আমার প্রিয়পরমের চরণে তাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

তোমারই

দীন

“আমি”

৫৭

পল্টু!

ইষ্টে রেখো ভক্তি অটুট

শক্তি পাবে বুকে।

তাঁরই কর্মে রাস্তাও স্বভাব

পড়বে নাকো দুখে॥

তোমারই

দীন

“আমি”

৭৩

৫৮

পশুপতি!

অনুরাগ-উচ্ছল

ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতা

ইষ্টানুগ স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বপূর্ণ

যাজনোদ্দীপ্ত জনসেবা

আর সানুসন্ধিৎসু সহনপটু

সংযতবৃত্তি

অধ্যবসায়ী পরিবেদনা

এইগুলিই হচ্ছে

উন্নতির সিঁড়ি—

লক্ষ্য রেখো বুঝে চলো'।

তোমারই

দীন

“আমি”